এ কবিতা লেখার আগে

(ছায়ানুবাদ ঃএম্যানুয়েল অরতিজ্)
(EMMANUEL ORTIZ কাজ করেন MINNESOTA ALLIANCE FOR INDIGENOUS ZAPATISTAS (MALZ) আর ESTACTION LIBRE (এস্তাসিওন লিব্রে) ---এদের সঙ্গে। উনি RESOURCE CENTRE OF AMERICAS - এর কর্মচারী)

এই কবিতা লেখার আগে
যারা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার
আর পেন্টাগনে নিহত হয়েছে,
তাদের জন্য তোমাকে আমি
এক মিনিট নীরবতা পালনের অনুরোধ করব।
যারা নয় - এগারোর প্রতিক্রিয়ায়
আমেরিকা আর আফগানিস্তানে
অত্যাচারিত, ধর্ষিত , নিখোঁজ অথবা মৃত
তাদের চোখ আর মুখ মনে করে
আরো একমিনিট যোগ করতে বলব।

যদি অনুমতি দাও, তবে অনুরোধ করি
আরো একদিন নীরবতা পালনের---
মার্কিন মদতপুষ্ট ইস্রায়েলিদের হাতে নিহত
হাজার হাজার প্যালেস্টাইন যোদ্ধাদেরশান্তিকামনায়।

অনাহারে আর রোগে মৃত
ইরাকের পনেরো লক্ষ মানুষ আর শিশুদের কথাভেবে
এসো, আমরা আরো ছমাস নীরবতা পালন করি।

এই কবিতা লেখার আগে
নিরাপত্তার নামে মানবিক অধিকার হারানো
দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের স্বপক্ষে
ছমাসের নীরবতা পালন খুবই জরি।

হিরোশিমা আর নাগাসাকির ওপর
বৃষ্টির মত নেমে আসা মৃত্যু
একসঙ্গে ঝলসে দিয়ে গেছে

কংক্রিট, ধাতু, মাটি আর চামড়া
তুমি আরো ন ' মাসনীরবতা চেয়ে নিও।

পুড়ে যাওয়া মাংসের গন্ধ, তেলের গন্ধ---
হাড়ের কবরে জন্ম নেওয়া সদ্যোজাত শিশু।
লক্ষ লক্ষ ভিয়েৎনামের মানুষ--- মনে আছে ?
এসো আমরা এক বছরের নীরবতা পালন করি।

চুপ। কথা বোলো না।
নীরবতা পালন করো।
কম্বোডিয়া আর লাওসের
গোপন যুদ্ধে মরেযাওয়া
মানুষদের কথা কেউ শুনতে পাক
তা আমরা চাইনা।
চুপ, কথা বলো না।
কয়েক শতক ধরেল্যাটিন আমেরিকার
মৃত মানুষের কথা বললে---
তাদের নাম আবার জীবিত হয়ে উঠতে পারে,
তা আমরা চাই না।

এই কবিতা লেখার আগে
দীর্ঘ নীরবতা চাই
এল সালভাদোর, নিকারাগুয়া, গুয়াতেমালা
এরা কেউ এক মিনিটও শান্তি পায়নি
নীরবতা দীর্ঘতর হোক---
চিয়াপস, আকতিয়েল, চিলি আর বলিভিয়া।

যারা সমুদ্রে কবর খুঁজে নিয়েছে
সিকামোর -এর ডাল থেকে
যাদের ফাঁসিতে ঝোলান হয়েছে চারদিগন্ত জুড়ে
সেইসব বিস্মৃত কালো মানুষদের জন্য
চারশো বছরের নীরবতা চাই
ডি. এন. এ. আর দাঁতের মাড়ির ছবি থেকে
এই মৃতদের কোনদিন আর সনাক্ত করা যাবে না।

এসো, আমরা কয়েকশ বছরের নীরবতা পালন করি
আমেরিকার আদিঅধিবাসীদের কথা ভাবো
সুপরিকল্পিতভাবে যাদের জমি , জল
আর জীবন কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

পাইন রিজ, উন্ডেজ নী, স্যান্ড ত্রীক,
ফলেন্ টিমবার, ট্রেইলস্ অফ টিয়ারস্
এইসব প্রায় ভুলে যাওয়া নাম রয়ে গেছে
আমাদের প্রায় জমে যাওয়া চেতনায়।
তুমি কি শুধু মুহুর্তের নীরবতা চাও ?
আমরা কিন্তু বাক্যহীন হয়ে গেছি।
আমাদের জিভ কেটে নেওয়া হয়েছে
সেলাই করে দেয়া হয়েছে আমাদের চোখ
এক মুহুর্তের নীরবতার পর
কবিরা হয়ত শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারবেন
কেননা ড্রামের আওয়াজ ছড়াতে ছড়াতে, ছড়াতে ছড়াতে
ধুলোর মধ্যে আত্মগোপন করেছে এখন।
এই কবিতা লেখার আগে
তুমি এক মিনিট নীরবতা চাইছ ?

তুমি শোক প্রকাশ করছ আর ভাবছ
পৃথিবী আর এরকম থাকবে না।
তোমার সঙ্গে আমরাও আশা করছি
এই নরক আর একরকম থাকবে না।
যেমনটি ছিল চিরটাকাল...
কেননা, এ শুধু নয় এগারোর কবিতা নয়
এ কবিতা নয় দশের
এ কবিতা নয় আটের
এ কবিতা নয় সাতের
এমকি এ কবিতাকে নয় ছয়ের কবিতাও বলা যায়।
এ কবিতা চোদ্দশ বিরানব্বইয়ের,
এই কবিতা কেন এই কবিতা লেখা হবে
তার কারণ খুঁজে বার করার কবিতা।

এ কবিতা যদি নয় এগারোর কবিতা হয়
তাহলে চিলির উনিশশো একাত্তরে
সেপ্টেম্বর এগারোর কবিতা
স্টিভেন বিকোর---
উনিশশো সাত্তাত্তরের সেপ্টেম্বর বারোর কবিতা।
এ্যাটিকার জেলবন্দীদের
উনিশশো একাত্তরের সেপ্টেম্বর তেরোর কবিতা।
সোমালিয়ায় উনিশশো বিরানব্বই -এ
সেপ্টেম্বর চোদ্দোর কবিতা।

এ কবিতা প্রতিটি দিনের কবিতা
প্রতিটি দিনছাই হয়ে যাওয়ার কবিতা
একশো দশতলা নয়
একশো দশটি না বলা গল্পের কবিতা।
 সি. এন. এন., বি. বি. সি, ন্যুইয়র্ক টাইমস
কিংবা নিউসউইক--- যে কবিতার কথা বলতে
নিতান্ত নারাজ --- আমাদের ইতিহাস
যে একশো দশটি কবিতা
না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এই কবিতা এতদিনের যড়যন্ত্রকে
নাড়া দিতে চাইছে।
তোমার মৃতদের জন্য, এখনো কি তুমি নীরবতা চাও ?
আমরা কিন্তু তোমাকে সারাজীবনের
শূন্যতা উপহার দিতে পারি, যদি চাও।
দিতে পারি চিহ্নহীন কবরভূমি
দিতে পারি হারিয়ে যাওয়া ভাষা
দিতে পারি ছিন্নমূল মানুষের ইতিহাস
আর দিতে পারি নামহীন শিশুদের
মৃত চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি।

 এই কবিতা লেখাশু করার আগে।
আমরা অনন্তকাল নীরবতা পালন করতে পারি।
কিংবা ধুলোয় মিশে যাবার আগে
ক্ষুধার্ত হবার মুহুর্ত পর্যন্ত চুপ করেথাকতে পারি।
তবু, তুমি কিএখনো নীরবতা চাইবে।

যদি মুহুর্তের নীরবতা চাও
তবে গ্যাসে পাম্পের আওয়াজ বন্ধকর।
বন্ধকর এঞ্জিন আর বিমানের গর্জন
বন্ধকর টেলিভিশন, যুদ্ধ জাহাজের আনাগোনা
বন্ধকর নগ্ন নিয়নের আলোয় ধৌত নারীদেহ।
বন্ধকর ধাবমান ট্রেন আর স্টক মার্কেটেরউত্থানপতন

যদি মুহূর্তের নীরবতা চাও
খুলে ফেল টাকোবেল এর দরজা।
মিটিয়ে দাও সামান্য শ্রমিকদের
শ্রমে আর ঘামে উপার্জিত জরি পাওনা।
ভেঙে ফেল জেল হাউস, হোয়াইট হাউস,
গেস্টহাউস আর প্লে- বয় প্রতিষ্ঠান।

এই কবিতা শু হওয়ার আগে
আমার গলা থেকে রাগে গরগর করে
যখন কবিতা উঠে আসবে,
তার মধ্যেই তুমি তোমার নীরবতার
আচমন সেরে নিও
ভুলে যেও না,
তোমার নীরবতা যেন ইতিহাস থেকে,
পাপ আর খুনের উৎস থেকে শু হয়।

শুধু আজ রাতে
আমাকে মৃতদের জন্য গান গাইতে দাও।

অশোক চক্রবর্তী

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com